اَلمُذِل

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ২৬ তম নাম اَلمُذِل 'আল মুযিল' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'اَلمُذِل' শব্দের মূল ذ - ل - ل , এই মূল শব্দ থেকে যে সকল শব্দ গঠিত হয়েছে তা পবিত্র কোরআন মাজিদে মাত্র ২৪ বার এসেছে। আল্লাহ اَلمُذِل অর্থ: তিনি অপদস্থকারী ।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ﴿٢٦﴾

যাকে ইচ্ছা তুমি ইজ্জত (সম্মান) দাও এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করো, সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। **(সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ২৬)**

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾

মুমিনদের কেউ কেউ দীন থেকে সরে গেলে, আল্লাহ অন্য এক দলকে দীনের মধ্যে নিয়ে আসবেন যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে, জিহাদ করবে, নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না, আল্লাহ তাদের ভালবাসবেন। **(সূরা আল মায়েদা: আয়াত নং ৫৪)**

অর্থ- তারা হবে মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর।

وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ﴿١١١﴾

তাঁর (আল্লাহর) অসহায়ত্ব নেই যে তাঁর কোন অলির (সাহায্যকারী) প্রয়োজন হতে পারে, সুতরাং তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব ঘোষণা করো। **(সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত নং ১১১)**

فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾

আল্লাহ যদি রাসুল প্রেরনের পূর্বেই তাদের অবাধ্যতার জন্য তাদেরকে ধ্বংস করতেন, তখন কাফেররা বলার সুযোগ পেয়ে যেত: তুমি আমাদের কাছে রাসুল পাঠালে না কেন? তাহলে তো আজ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতাম না। **(সূরা তোয়াহা: আয়াত নং ১৩৪)**

অর্থ- পাঠালেতো আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার আগেই তোমার আয়াতের অনুসরণ করতাম।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اَللهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـٰئِكَ فِى اَلأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারাই হবে লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। **(সূরা মুজাদালা: আয়াত নং ২০)**

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিস-

আনাস (রা:) বর্ণনা করেন- রাসূল (সা:) দোয়া করতেন-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

'হে আল্লাহ! আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখেরাতে কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'।

মুসলিম শরীফের বর্ননাতে আরো আছে: আনাস (রা:) যখন অন্য কোন দো'য়া করতেন, তখন এই দো'য়াটি শামিল করতেন।

আল্লাহ তা'আলা যাতে আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছিত না করেন, সেজন্য আমাদের উচিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা না করা এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালিত করা।

আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা সবচেয়ে বড় জুলুম। শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ اَلمُذِلআমাদেরকে শিরিক মুক্ত জীবনযাপনের তৌফিক দান করুন। এবং আমাদেরকে লাঞ্ছিত না করুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।